যুগান্তর

4 FEB 2003

# পাঠাগার আন্দোলন

পাঠাভ্যাস বাড়াইবার লক্ষ্যে পাঠাগার আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার অভিন্ন আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে শনিবার ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে। ঐদিন বাংলা একাডেমীর অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পাঠাগার আন্দোলনের গুরুত্ব তুলিয়া ধরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি চত্বরে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ জাতীয় কবিতা উৎসবের প্রথম দিনে এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বুক ক্লাবের বই দিবস পালন অনুষ্ঠানেও পাঠাগার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বের সহিত সামনে আসিয়াছে। ২০০৩ সালকে জাতীয় গ্রন্থাগার বর্ষ ঘোষণার উদ্যোগ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, গ্রন্থ দিবস ও গ্রন্থ সপ্তাহ উদযাপনের পর বইয়ের গুরুত্বের কথা মনে রাখিয়া জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক মানের বই প্রকাশ, বাংলাদেশের বই বিশ্ব বাজারে রফতানি এবং আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য বিষয়ক বই প্রকাশের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয় তুলিয়া ধরিবার জন্য তাহার আহ্বান যে সময়োপযোগী ইহাতে দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ নাই। প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, অর্থের মানদণ্ডে দরিদ্র হইলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আমরা সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির সলিলে নিজেরা অবগাহন করা এবং তাহা বহির্বিশ্বে ছড়াইয়া দেওয়ার মাধ্যম হইতেছে গ্রন্থ। বই যত বেশি প্রকাশিত হইবে, যত বিচিত্রধর্মী বিষয়ে বই লেখা হইবে, ভাষার গভীরতা ও গুরুত্ব ততই বাড়িবে। এই সর্বজনীন বাস্তবতা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে পুস্তক প্রকাশনা শিল্প এখনও আন্তর্জাতিক মান দূরে থাকুক দক্ষিণ এশীয় মানেও সম্মুখসারিতে নাই। ইহার নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হইতেছে বই পড়িবার এবং বই কিনিবার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আগ্রহের অভাব। অথচ এমন হইবার কথা ছিল না। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়িতেছে। সেইসঙ্গে আশানুরূপ গতিতে না হইলেও বাড়িতেছে শিক্ষিতের হার। এই প্রবৃদ্ধির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বই ক্রেতার সংখ্যা না বাড়িবার কারণ যে বাংলাদেশীদের পাঠাভ্যাস হ্রাস পাওয়া, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক সময় বাংলাদেশে প্রচুর পাঠাগার ছিল। ঢাকায় তো বটেই, এমন কোন জেলা শহর ছিল না যেইখানে একাধিক সমৃদ্ধ পাঠাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যাইত না। এই সকল পাঠাগারে বসিয়া বইপত্র পড়িবার সুযোগের পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বই পড়িবার এবং বাসায় লইয়া যাইবারও ব্যবস্থা ছিল। বাংলাদেশের বহু গ্রামে বিশেষ করিয়া গ্রামবাংলার থানা সদরসমূহেও অনুরূপ পাঠাগার দেখা যাইত। এক সময় জমিদারগণ ছিলেন এই সকল পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। পরবর্তী সময়ে শিক্ষিত তরুণ ও যুবকদের মধ্যে সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ঝোঁক সারাদেশে মননশীলতার বিকাশে বিশেষ অবদান রাখিয়াছে। দুঃখের বিষয়, সেই প্রবণতা অন্তর্হিত হইয়াছে সমাজ হইতে। সুকুমার বৃত্তি ও মননশীলতার চর্চা দিন দিন হ্রাস পাইয়া এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, যাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার কোন সুযোগ নাই। এই বাস্তবতা লইয়া অনেককে হাহুতাশ করিতে দেখা যায়। কিন্তু শুধু কপাল চাপড়াইয়া এই অবস্থার উত্তরণ ঘটানো যাইবে মনে করিলে সেই ভাবনা হইবে অন্ধ হইয়া প্রলয় বন্ধের প্রয়াসের শামিল। বই পড়িবার ঝোঁক বাড়াইতে হইলে, প্রকাশনা শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে, বাংলা ভাষার বিকাশ সুনিশ্চিত করিতে হইলে বাংলাদেশের সকল জনপদে পাঠাগার গড়িয়া তুলিবার বিকল্প নাই। ইহাকে আন্দোলনে পরিণত করিতে হইবে, সংগঠিতভাবে এই আন্দোলন চালাইতে হইবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য হইতে ইহা স্পষ্ট যে, পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি আনুকূল্যের অভাব ঘটিবে না। আমরা এই মনোভাবকে সাধুবাদ জানাই এবং আশা করি, পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন আন্দোলনে রূপ লইয়া বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নূতন রেনেসাঁর বার্তা পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইবে।